দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ...15.11.83...
পৃষ্ঠা... .. ...5 কলাম... 1 ...

091

দৈনিক বাংলা

ঢাকাঃ মঙ্গলবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৯০ঃ ১৫ই নবেম্বর, ১৯৮৩

কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মাজেদ খান গত রোববার জানিয়েছেন, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আগামী বছরের জানুয়ারী থেকে চিকিৎসা ভাতা দেয়া হবে। এই কল্যাণমুখী ব্যবস্থায় দুর্দিনের বাজারে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক সমাজ কিছুটা উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। অর্থের অভাবে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজটি নানাভাবে বিঘ্নিত। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় আছেন শিক্ষক সমাজ। তাদের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে সরকার গ্রান্টের অর্থ বাড়িয়েছেন, মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করেছেন এবং অনেককেই রেশনের সুবিধা দিচ্ছেন। এখন নিয়েছেন শিক্ষক ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত। আমরা মনে করি, শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব অনুসারে এবং বাজার দরের সঙ্গে সংগতি বিধান করে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত হওয়া দরকার। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যকার বেতন-ভাতার বৈষম্যও ক্রমান্বয়ে কমানো উচিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা গত শনিবার বগুড়ায় ঘোষণা করেছেন জেনারেল এরশাদ। তিনি জানান, আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে সকল বেসরকারী স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। দেশের বর্তমান বেসরকারী খাতের অবস্থা যেরকম তাতে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও অর্থবহভাবে চালানো সম্ভব নয়। তবে আমাদের সমাজব্যবস্থায় সব ব্যাপারে বিশেষ করে শিক্ষা সরকারের উপর চাপিয়ে রাখাও কল্যাণকর নয়। শিক্ষাদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বেসরকারী খাতকে উপযোগী করে তুলতে হবে। জনসাধারণ এবং বিত্তবান শ্রেণী এগিয়ে আসলে এ কাজ ততটা দুরূহ হবে না। আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী বিকাশ কামনা করি।